গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ প্রশাসন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mofood.gov.bd

নং-১৩.০০.০০০০.০১৩.২২.০০২.১৬- ৭৫৪

তারিখঃ ২৯ কার্তিক ১৪২৪ ব: / ১৩ নভেম্বর ২০১৭ খ্রি:

বিষয়ঃ ভূমি উন্নয়ন কর আইন ২০১৭, সংশোধিত খসড়ার বিষয়ে মতামত প্রদান।

সূত্র: ভূমি মন্ত্রণালয়ের ০৬/১১/২০১৭ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৪.৩৯.০০১.১৭-১৪৭ নং পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ০৬/১১/২০১৭ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৪.৩৯.০০১.১৭-১৪৭ নং পত্রের ছায়ালিপি এ সাথে প্রেরণ করা হলো। উক্ত পত্রের আলোকে আগামী ১৫/১১/২০১৭ তারিখের মধ্যে মতামত প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ০৮ (আট) পাতা ।

(আবুল কালাম আজাদ)
উপসচিব
ফোন-৯৫৪০১৫৪
email:admin1@mofood.gov.bd

বিতরণ:
১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, ৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয়, ১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
৪। প্রোগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হলো)।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি:

১। সচিবের একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।
২। অফিস কপি।

D/ Titu Order/ Endose

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়।
আইন অধিশাখা-৩।
www.minland.gov.bd

স্মারক নং ৩১.০০.০০০০.০৪৪.৩৯.০০১.১৭-১৪৭ তারিখঃ ০৬/১১/২০১৭খ্রিঃ

বিষয়ঃ **ভূমি উন্নয়ন কর আইন ২০১৭, সংশোধিত খসড়ার বিষয়ে মতামত প্রদান।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ভূমি উন্নয়ন কর অধ্যাদেশ ১৯৭৬ এবং এটির পরবর্তী সংশোধনীসমূহ বাতিলের কার্যক্রম গ্রহণ এবং পূর্ণাঙ্গ ভূমি উন্নয়ন কর আইন প্রণয়নের লক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন "ভূমি উন্নয়ন কর আইন ২০১৭, এর খসড়া প্রস্তুত করত: গত ৩১-১০-২০১৭ তারিখে সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে।

২। এ সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১০-০৩-২০১৩ তারিখের ১২৭ স্মারকপত্রের নির্দেশনানুযায়ী ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ হইতে ৯ এপ্রিল ১৯৭৯ পর্যন্ত এবং ২৪ মার্চ ১৯৮২ হইতে ১১ নভেম্বর ১৯৮৬ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া যে সকল অধ্যাদেশ আবশ্যক বিবেচিত হইবে সেইগুলি সকল স্টেকহোল্ডার এ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে নতুন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করিয়া যথাশীঘ্র সম্ভব মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য বলা হয়েছে।

৩। প্রস্তুতকৃত খসড়া আইনটি মতামত/পরামর্শের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। এছাড়া ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটেও এটি (www.minland.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে। উক্ত খসড়া আইনের উপর স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সকল স্টেকহোল্ডারদের লিখিত সুপারিশ/মতামত আগামী ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় প্রেরণের জন্য নির্দেক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ জিয়াউদ্দিন ভূঞা)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪০১৭৭

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
০২ সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
০৩ সিনিয়র সচিব অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
০৪ সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫ সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৬ সিনিয়র সচিব, সেতু বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৭ সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৮ সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৯ সচিব, বেসমরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০ সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১ সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২ সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩ সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪ সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫ সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬ সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৭ সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এ ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮ সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবাবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯ সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০ সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, দিলকুশা মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা।
২১ সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২২ সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৩ সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৪ সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৫ সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৬ সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, গণভবন কমপ্লেক্স, শেরে-বাংলানগর, ঢাকা।
২৭ সচিব, সড়ক পরিবগন ও মহাসড়ক বিভাগ যোগযোগ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৮ সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৯ সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩০ সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩১ সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩২ সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৩ সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৪ সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৫ সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সচিবালয় লিংক রোড,পরিবহন পুল ভবন, ঢাকা।
৩৬ সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন,বিচার ও সংসদ্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৭ সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৮ সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৯ সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, আব্দুল গনি রোড, ঢাকা।
৪০ সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৪১ অতিরিক্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
৪২ অতিরিক্ত সচিব (আইন),ভূমি মন্ত্রণালয়।
৪৩ যুগ্মসচিব (আইন-২) ভূমি মন্ত্রণালয়।
৪৪ বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা, চট্রগাম,রাজশাহী..খুলনা বরিশাল সিলেট,রংপুর, ময়মনসিংহ, বিভাগ।
৪৫ উপসচিব (আইন অধিশাখা-১) ভূমি মন্ত্রণালয়।
৪৬ উপসচিব (আইন অধিশখা-৪) ভূমি মন্ত্রণালয়।
৪৭ জেলা প্রশাসক, ...সকল।

(মোঃ জিয়াউদ্দিন ভূঁঞা)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪০১৭৭

স্মারক নং,৩১.০০.০০০০.০৪৪.৩৯.০০১.১৭-১৪৭ তারিখঃ ০৬ /১১/২০১৭খ্রিঃ

অনুলিপি :
১। মাননীয় মন্ত্রী/ মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
৩। অফিস কপি।

প্রস্তাবিত ভূমি উন্নয়ন কর আইন, ২০১৭(খসড়া)

(২০১৭ সনের ---- নং আইন)

ভূমি উন্নয়ন কর ধার্য ও আদায়ের জন্য প্রণীত আইন

যেহেতু, ভূমি উন্নয়ন কর ধার্য ও আদায়ের উদ্দেশ্যে বিদ্যমান আইন কানুন ও বিধি-বিধান পরিমার্জন ও সমন্বয় করিয়া এবং ক্ষেত্রবিশেষে পরিবর্তন ও নতুন বিধান সংযোজন করিয়া একটি আইন করা সমীচীন; সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

ধারা ১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও আওতাঃ

(১) এই আইন ভূমি উন্নয়ন কর আইন,২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন পার্বত্য জেলাসমূহ (খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান) ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশে কার্যকর হইবে।

(৩) *এই আইন ----------------------খ্রিস্টাব্দ তথা --------------------------------বঙ্গাব্দ হইতে কার্যকর হইবে ।

ধারা ২। সংজ্ঞাঃ বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে এই আইনে-

(ক) ''ভূমি মালিক''অর্থ ব্যক্তি অথবা সংস্থা যাহার অধিকারে হালনাগাদ স্বত্বলিপিতে সরকার ঘোষিত সর্বোচ্চ সীমার (যদি থাকে) মধ্যে বৈধ পরিমাণ ভূমির মালিকানা রেকর্ড আছে, বা যিনি উত্তরাধিকারসূত্রে, ক্রয়সূত্রে বা অন্যকোন বৈধসূত্রে বা এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশসূত্রে ভূমির মালিকানা অর্জন করিয়াছেন।

(খ) ''সংস্থা'' অর্থ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠন, উহা সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, সরকারি বা বেসরকারি হউক যেকোন কোম্পানী, ফার্ম, সোসাইটি, এসোসিয়েশন, অর্গানাইজেশন, বা অথরিটি যে নামেই অভিহিত হউক ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(গ) ''কালেক্টর'' বলিতে কোন জেলা কালেক্টর এবং জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে বুঝাইবে এবং এই আইনের আওতায় কোন একটি কাজ অথবা সকল কাজ সম্পন্ন করার জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োজিত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(ঘ) ''ভূমি'' বলিতে ভূত্বক, ভূপৃষ্ঠ বা পৃথিবীর উপরিভাগ, সাধারণভাবে যাহা মাটি, শিলা বা বালু দ্বারা গঠিত, যাহা সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে জল বা অন্য কোন তরল পর্দাথ দ্বারা নিমজ্জিত বা অন্য যে কোন পদার্থ দ্বারা পূর্ণ বা আচ্ছাদিত হউক বা না হউক, ইহার সাথে সংলগ্ন ও স্থায়ীভাবে সংযুক্ত আনুভূমিক কিংবা উর্ধ্বে উত্থিত বা নিম্নে প্রোথিত প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট বস্তু বা অবকাঠামো এবং ইহা হইতে উদ্ভূত সুবিধা ভূমির অন্তর্ভুক্ত । ইহা জমি নামেও অভিহিত হইতে পারে।

(ঙ)''ভূমির পরিমাণ'' বলিতে সমতল ভূমির পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল এবং অসমতল ও ঢালু ভূমির ক্ষেত্রে ইহার ভিত্তিমূলে কল্পিত সমতলের ক্ষেত্রফল বুঝাইবে।

(চ)''ভূমি পরিমাপের একক'' হিসাবে একহাজার বর্গলিংক বা ৪৩৫.৬ বর্গফুটে এক শতক বা শতাংশ, একশত শতাংশ বা শতকে এক একর এবং ৩৩ শতক বা শতাংশে এক বিঘা নির্ধারিত ও বিবৃত হইবে।

(ছ) ''ভূমি উন্নয়ন কর'' অর্থ রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে থাকা ভূমি ব্যক্তি বা সংস্থার মালিকানাধীনে রাখিবার বা ভূমিভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম চালানোর অধিকার অব্যাহত রাখিবার নিমিত্ত রাষ্ট্রকে প্রদেয় ও রাষ্ট্রকর্তৃক নির্ধারিত বাৎসরিক কর ।

(জ) ''ভূমি উন্নয়ন করের হার'' অর্থ প্রতি এক শতক জমির এক বৎসর সময়কালের জন্য এই আইন বা তদাধীন প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত ভূমি উন্নয়ন কর।

(ঝ) ''কৃষি জমি'' বলিতে সেই ধরণের জমিকে বুঝায় যাহা চাষ করা হয় বা চাষ না করিয়া ফেলিয়া রাখা হয়, বাগান বা প্রাণিপালন কাজে ব্যবহৃত হয়, উক্ত জমি প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট বদ্ধ জলাশয় হইলে তাহাতে মৎস্য চাষ করা হয় বা তাহা না করিয়া ফেলিয়া রাখা হয়। পল্লী এলাকায় অবস্থিত কৃষকের কাঁচাভিটির বসতবাড়ি ও তৎসংলগ্ন কৃষিভিত্তিক কুটির শিল্পকাজে ব্যবহৃত জমি কৃষিজমি হিসাবে গণ্য হইবে। কিন্তু শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সরবরাহ বা ব্যবহার করিবার নিমিত্ত শিল্পকারখানা বা কোন মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি বা সংস্থার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ তত্ত্বাবধানে ফসল আবাদ, বাগান, মৎস্যচাষ ও প্রাণিপালন করা হইলে উক্ত জমি কৃষিজমি হিসাবে গণ্য হইবে না ।

(ঞ) ''অকৃষি জমি'' বলিতে সাধারণভাবে কৃষি, ফলবাগান, মৎস্যচাষ ও প্রাণিপালন ব্যতীত অন্যকাজে ব্যবহৃত জমি, রাস্তা ঘাট, প্রাঙ্গন, জনচলাচল ও সমাবেশ স্থল এবং আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্পকাজে ব্যবহৃত জমি বুঝাইবে ।

(ট) ''আবাসিক জমি'' বলিতে আবাসিক কাজে ব্যবহৃত জমি, আবাসিক কাজে ব্যবহৃত হউক বা না হউক এতোৎদ্দেশ্যে বরাদ্দকৃত বা নির্ধারিত জমি, পৌরএলাকার যে কোন ধরণের বসতগৃহ,পল্লী এলাকায় পাকাভিটির বসতগৃহ, যেকোন আবাসিক দালান ও তৎসংলগ্ন ফাঁকা আঙ্গিনা, বসতবাটি সংলগ্ন ফুল বা ফলের বাগান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ছাত্রাবাস, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সরকারি দপ্তর/পরিদপ্তর, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, অলাভজনক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, স্টেডিয়াম, খেলার মাঠ, ব্যয়ামাগার, সুইমিং পুল, বিভিন্ন ক্রীড়া চত্বর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(ঠ) ''শিল্প কাজে ব্যবহৃত জমি'' বলিতে শিল্প কারখানা স্থাপন ও পরিচালনায় ব্যবহৃত জমি, শিল্প কাজে ব্যবহৃত হউক বা না হউক এতোৎদ্দেশ্যে বরাদ্দকৃত বা নির্ধারিত জমি, শিল্প কারখানা, খনি, ইটের ভাটা, রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, শিল্পের কাজে ব্যবহৃত সংরক্ষণাগার, শিল্পকারখানার একই চত্বরস্থিত মাঠ, আবাসিক ও দাপ্তরিক ভবনাদি বুঝাইবে। শর্ত থাকে যে, শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে বা তদুদ্দেশ্যে সরবরাহ বা ব্যবহার করিবার নিমিত্ত কোন শিল্পকারখানা বা মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি বা সংস্থার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ তত্ত্বাবধানে ফসল আবাদ , বাগান, মৎস্যচাষ ও প্রাণিপালন করা হইলে উক্ত জমি শিল্প কাজে ব্যবহৃত জমি বলিয়া গণ্য হইবে।

(ড) ''বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত জমি'' বলিতে হাট-বাজার, বিপণিবিতান, সুপারমার্কেট, শপিং মল, দোকান, বাণিজ্যালয়, সওদাগরী অফিস, বিজনেস সেন্টার, বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত ভবন ও স্থাপনা, পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের, পণ্য উঠানো নামানোর স্থান বা ব্যবসার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের জন্য রক্ষিত বা স্থাপিত স্থান স্থাপনা ভবনাদি, এতদ সংশ্লিষ্ট অফিস বা নিবাস , বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত হউক বা না হউক এতোৎদ্দেশ্যে বরাদ্দকৃত বা নির্ধারিত জমি বুঝাইবে।

(ঢ) ''নির্ধারিত'' অর্থ এই আইন দ্বারা বা এই আইনের অধীন প্রণীত কোন বিধিদ্বারা বা সরকারকর্তৃক জারিকৃত কোন প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত বুঝাইবে।

(ণ) ''সহকারী কমিশনার (ভূমি)'' বলিতে উপজেলা বা থানা বা রাজস্ব সার্কেলে সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত সহকারী কমিশনার / সিনিয়র সহকারী কমিশনারকে বুঝাইবে ।

(ত) ''ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা'' বলিতে ইউনিয়ন বা পৌর ভূমি অফিস বা মহানগর এলাকায় কোন রাজস্ব সার্কেলের আওতাধীন স্থানীয় ভূমি অফিসের দায়িত্বে নিয়োগকৃত ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা বা ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তাকে বুঝাইবে।

(থ) ''বৎসর'' বলিতে জুলাই মাসের ১ম তারিখ হইতে জুন মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত অর্থবছর বুঝাইবে।

(দ) ''পল্লী এলাকা'' বলিতে পৌরসভা বা সিটি-কর্পোরেশন হিসাবে ঘোষিত হয় নাই এমন এলাকা বুঝাইবে।

(ধ) ''পৌর এলাকা'' বলিতে সরকার কর্তৃক ঘোষিত পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন হিসাবে ঘোষিত এলাকা বুঝাইবে।

(ন) ''সরকার'' বলিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয় বুঝাইবে।

(প)''পরিবার ''বলিতে কোন ব্যক্তির পরিবার অর্থাৎ তাহার স্ত্রী বা স্বামী, পুত্র, অবিবাহিতা কন্যা, পুত্রবধু, পুত্রের পুত্র ও পুত্রের অবিবাহিতা কন্যা ইহার অন্তর্ভুক্ত। তবে শর্ত থাকে যে যদি কোন পূর্ণবয়স্ক সক্ষম বিবাহিত পুত্র পিতামাতার নিকট হইতে স্বাধীনভাবে পৃথকভাবে বসবাস করিতে থাকে তবে উক্ত পুত্র বা তাহার স্ত্রী, পুত্র ও অবিবাহিতা কন্যা পৃথক পরিবার হিসাবে গণ্য হইবে। আরও শর্ত থাকে যে, ওয়াকফ, ওয়াকফ-আল-আওলাদ, দেবোত্তর বা কোন ট্রাস্টের আওতাভুক্ত জমির ক্ষেত্রে, এই সকল জমির সুবিধাভোগীদের যাহাদের উক্ত জমি ব্যক্তিগত জমির মত হস্তান্তরের অধিকার নাই, এই সকল সুবিধাভোগীকে সম্মিলিতভাবে একটি পরিবার হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।

ধারা ৩। কৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন করঃ

(ক) ব্যক্তি ও পরিবারভিত্তিক কৃষি জমির মোট পরিমাণ ৮.২৫ একর (২৫ বিঘা) পর্যন্ত হইলে কোন ভূমি উন্নয়ন কর দিতে হইবে না। উক্ত মওকুফের আওতায় ইক্ষু আবাদ, লবণ চাষের জমি এবং কৃষকের পুকুর (বাণিজ্যিক মৎস্য চাষ ব্যতীত) অন্তর্ভুক্ত হইবে; তবে নিম্নের (খ) দফায় বর্ণিত অন্তভুক্ত হইবে না।

(খ) ব্যক্তি ও পরিবারভিত্তিক কৃষি জমির মোট পরিমাণ ৮.২৫ একরের (২৫ বিঘার) অধিক হইলে বা কোন সংস্থা কর্তৃক যে কোন পরিমাণ কৃষি জমি অর্জিত হইলে বা যে কোন মালিক কর্তৃক চা, কফি, রাবার, ফুল বা ফলের বাগান এবং বাণিজ্যিকভাবে মৎস্য চাষ, চিংড়ি চাষ, হাঁস মুরগির ও গবাদি পশুর খামার ইত্যাদি বিশেষ কাজে ভূমি ব্যবহার করিলে উক্ত প্রকার ভূমির পরিমাণ যাহাই হউক না কেন সম্পূর্ণ জমির ভূমি উন্নয়ন করের হার বার্ষিক প্রতি শতাংশ ২/-(দুই) টাকা আদায় করিতে হইবে।

ধারা ৪। অকৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন করঃ

(ক) অকৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন করের হার নির্ধারণের জন্য অগ্রসরতায় মানদন্ডে দেশের সকল জমি এই আইনের তফসিলে উল্লেখিত 'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ', 'ঙ' ও 'চ' এই ৬টি ধাপে চিহ্নিত করা হইল; যাহা সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সময় সময় পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(খ) অকৃষি জমিকে ব্যবহার ভিত্তিক বাণিজ্যিক, শিল্প এবং আবাসিক ও অন্যান্য – এই তিন শ্রেণিতে বিভাজন করে প্রতি শতক জমির জন্য উপরের (ক) দফায় বর্ণিত ধাপ মোতাবেক নিম্নের ছকে বর্ণিত হারে প্রতি শতক জমির বার্ষিক ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করিতে হইবে।

ধাপ	বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত জমির ভূমি উন্নয়ন করের হার	শিল্প কাজে ব্যবহৃত জমির ভূমি উন্নয়ন করের হার	আবাসিক ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত জমির ভূমি উন্নয়ন করের হার
ক ধাপ	৩০০.০০ টাকা	১৫০.০০ টাকা	৬০.০০ টাকা
খ ধাপ	২৫০.০০ টাকা	১৫০.০০ টাকা	৫০.০০ টাকা
গ ধাপ	২০০.০০ টাকা	১২৫.০০ টাকা	৪০.০০ টাকা
ঘ ধাপ	১০০.০০ টাকা	৭৫.০০ টাকা	২০.০০ টাকা
ঙ ধাপ	৬০.০০ টাকা	৪০.০০ টাকা	১৫.০০ টাকা
চ ধাপ	৪০.০০ টাকা	৩০.০০ টাকা	১০.০০ টাকা

(গ) ''আবাসিক ও অন্যান্য'' শ্রেণিতে "বাণিজ্যিক কাজে বা শিল্প কাজে ব্যবহৃত হয় না" এমন সকল অকৃষি জমি বিবেচনা করিতে হইবে। যেমন - সরকারী-বেসরকারী সংস্থার বা ব্যক্তি মালিকাধীন আবাসিক ও দাপ্তরিক ভবনাদি, রাস্তা ঘাট, মাঠ, আঙিনা, স্থাপনা ইত্যাদি।

ধারা ৫। ভূমি উন্নয়ন করের হার পুনর্নির্ধারণঃ

এই আইনের ধারা ৩ ও ধারা ৪ এ যাহাই থাকুক না কেন সরকার সরকারি গেজেটে নোটিশ বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিয়া উক্ত দুইটি ধারায় বর্ণিত ভূমি উন্নয়ন করের হার পরিবর্তন, বৃদ্ধি বা হ্রাস করিতে পারিবে; এবং যে কোন ব্যক্তি বা যে কোন শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিবর্গকে নোটিশে বর্ণিত প্রকার ও পরিমাণের কৃষি বা অকৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে।

ধারা ৬। অবিভক্ত দাগঃ

উত্তরাধিকার বা অন্য যেকোন সূত্রে হস্তান্তরের একটি দাগ বিভিন্ন ভাগে/খন্ডে বিভক্ত হইলে এবং এইরূপে একাধিক ব্যক্তি বা সংস্থা পৃথকীকরণ ছাড়াই উহা দখল করিতে থাকিলে এই আইনের অধীন ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে উক্ত জমি একটি দাগ হিসাবে গণ্য হইবে।

ধারা ৭। হাল ও অগ্রিম ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ঃ

জুলাই মাসের ১ম তারিখ হইতে জুন মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত অর্থবছর মোতাবেক ভূমি উন্নয়ন কর এই সময়কালের মধ্যে, বিনা সুদে আদায় করা যাইবে। শর্ত থাকে যে পূর্ববর্তী বছরের ভূমি উন্নয়ন কর অনাদায়ী থাকিলে তাহা আদায় না করিয়া হাল বা অগ্রিম আদায় করা যাইবে না। আরও উল্ল্যখ্য যে বকেয়া ও হাল ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের সাথে বা পরে ভূমি মালিক আগ্রহী হইলে অনধিক তিন বছরের ভূমি উন্নয়ন কর অগ্রিম আদায় করা যাইবে ,তবে শর্ত থাকে যে অগ্রিম আদায়হেতু আদায়ে কোন কমতি করা যাইবে না এবং পরবর্তীতে উক্ত সময়কালে ভূমি উন্নয়ন করের হার বৃদ্ধি পাইলে বর্ধিত পরিমাণ সরকারি পাওনা অবশ্যই আদায় করিতে হইবে।

ধারা ৮। বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ঃ

কোন অতিক্রান্ত বঙ্গাব্দের ভূমি উন্নয়ন কর পরবর্তী ৩০ শে জুন তারিখের মধ্যে পরিশোধ না করা হইলে তাহা বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর হিসাবে বিবেচিত হইবে। উক্ত বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর শতকরা ৬.২৫ হারে সুদসহ আদায় করিতে হইবে। একাধিক বৎসরের বকেয়ার ক্ষেত্রে চক্রবৃদ্ধি সুদ প্রযোজ্য হইবে। প্রতি তিন মাস বা ইহার অংশবিশেষের জন্য বাৎসরিক প্রাক্কলিত সুদের একচতুর্থাংশ সুদ প্রাক্কলিত হইবে।

ধারা ৯। ভূমি মালিকের মৌজাভিত্তিক জমাবন্দীঃ

কোন ভূমি মালিকের একই মৌজায় একাধিক খতিয়ানে জমি থাকিলে তাহা একটি জমাবন্দীতে একত্রিত করিয়া ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ও আদায় করিতে হইবে।

ধারা ১০। সর্বনিম্ন জমির পরিমাণঃ

ভূমির ক্ষুদ্র খন্ডিকরণ রোধের লক্ষ্যে একটি দাগে ভূমি মালিকের সর্বনিম্ন জমির পরিমাণ এক শতাংশ উৎসাহিত করা হইবে। এ লক্ষ্যে কোন ভূমি মালিকের কোন দাগে জমি শতাংশের ভগ্নাংশ থাকিলে তাহা পরবর্তী পূর্ণ শতাংশে গণ্য করিয়া ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ করা হইবে।

ধারা ১১। টাকার অংকঃ

জমাবন্দী ভিত্তিক ভূমি উন্নয়ন করের দাবী ও বকেয়ার সুদ উভয়েই টাকার ভগ্নাংশ থাকিলে তাহা পরবর্তী পূর্ণ টাকায় নির্ধারণ ও হিসাব করিয়া আদায় করিতে হইবে।

ধারা ১২। অব্যাহতিঃ

সরকার বা এ উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা লিখিত আদেশ দ্বারা উহাতে বর্ণিত হওয়া সাপেক্ষে কোন কবরস্থান, শ্মশান, জামে মসজিদ, ঈদগাহ মাঠ, সার্বজনীন মন্দির, গীর্জা বা সর্বসাধারণের প্রার্থনার স্থানসমূহের ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফ করিতে পারিবেন। তবে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, গোত্রিয়, দলীয় ও সম্প্রদায়ভিত্তিক উপাসনালয় বা সমাধিক্ষেত্র এবং দান ও দর্শণীর অর্থে বা সহায়ক বাণিজ্যিক কার্যক্রম দ্বারা পরিচালিত উপাসনালয় বা সমাধিক্ষেত্রের ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফ করা যাইবে না।

ধারা ১৩। মওকুফ দাখিলাঃ

ধারা ৩ এর (১) উপধারায় বর্ণিত ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফপ্রাপ্ত কৃষি জমির এবং ধারা ১২ এর আওতায় ভূমি উন্নয়ন কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত জমি জমার অব্যাহত ভোগদখলের প্রমাণপত্র রাখার স্বার্থে দাখিলা সরবরাহের জন্য এইরূপ ভূমি মালিকের বা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকের নিকট হইতে প্রতি হোল্ডিং বা জমাবন্দীতে আবশ্যিকভাবে বার্ষিক

১০.০০(দশ)টাকা ফি আদায় করিতে হইবে। একই হোল্ডিং-এ কৃষি জমি ও অকৃষি জমি অন্তর্ভুক্ত থাকিলে এবং উক্ত সংশ্লিষ্ট অকৃষি জমি সমুদয় পরিমাণ ধারা ১২ মোতাবেক অব্যাহতির আওতাভুক্ত না হইলে, উক্ত হোল্ডিংধারীর সর্বমোট জমি ২৫ বিঘা বা তাহার কম হইলেও উক্ত হোল্ডিংয়ের জন্য আলাদাভাবে ১০.০০(দশ)টাকা মওকুফ দাখিলা গ্রহণের প্রয়োজন নাই। সরকার দাখিলা ছাপানো ও সরবরাহের খরচ বিবেচনা করিয়া প্রজ্ঞাপনমুলে উক্তরূপ মওকুফ দাখিলা প্রদান ফির হার পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

ধারা ১৪। ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণঃ

ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা বৎসর শুরু হওয়ার সাথে সাথে যত দ্রুত সম্ভব এলাকা পরিদর্শন করিয়া জমির ব্যবহারের প্রকৃতি পরিবর্তন হইলে তা বিবেচনায় আনিয়া তাহার আওতাধীন সকল মৌজার জমাবন্দীভিত্তিক ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ করিয়া তালিকা (রিটার্ন-III) প্রণয়ন করিবেন এবং তাহা সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর নিকট দাখিল করিয়া অনুমোদন গ্রহণান্তে জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য প্রকাশ ও প্রচার করিবেন।

ধারা ১৫ । বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর আদায় পদ্ধতিঃ

(১) অনাদায়ী বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর ভূমি মালিক স্বপ্রণোদিত হইয়া পরিশোধ না করিলে তাহা সরকারি পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ মোতাবেক সার্টিফিকেট মামলা রুজু করিয়া আদায় করা যাইবে।
(২) ভূমি উন্নয়ন করের দাবী তামাদি হইবে না।

ধারা ১৬। আবেদন ও আপত্তিঃ

ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণী তালিকা প্রকাশের পরে কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে ১৫ দিনের মধ্যে সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর নিকট নির্ধারিত কোর্টফি সহ লিখিত আবেদনমুলে আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন। সহকারী কমিশনার (ভূমি) এতৎসংক্রান্ত কোন আপত্তি বা আবেদন পাওয়ার ৪৫ দিনের মধ্যে তাহা নিস্পত্তি করিবেন।

ধারা ১৭। আপীলঃ

সহকারী কমিশনার (ভূমি)এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা গোষ্ঠি ৩০ দিনের মধ্যে সংশিষ্ট জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)এর নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন । অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৪৫ দিনের মধ্যে সংশিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার এবং বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৯০দিনের মধ্যে ভূমি আপীল বোর্ডে আপীল দায়ের করা যাইবে। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও বিভাগীয় কমিশনারের নিকট দায়েরকৃত আপীল কেস যথাক্রমে ৩০ দিন এবং ৪৫ দিনের মধ্যে নিস্পত্তি করিতে হইবে। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও বিভাগীয় কমিশনারের নিকট দায়েরকৃত আপিল কেস নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিস্পত্তি না হইলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা সংস্থা কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই পরবর্তী আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবেন। ভূমি আপীল বোর্ডের নিকট দায়েরকৃত আপীল ১৮০ দিনের মধ্যে নিস্পত্তি করিতে হইবে । এ ক্ষেত্রে ভূমি আপীল বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা ১৮। দেওয়ানী আদালতের কার্যক্রমের প্রতিবন্ধকতাঃ

ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সরেজমিনে শ্রেণীবিন্যাস বা ধার্যকৃত ভূমি উন্নয়ন কর বা এই আইনের অধীনে গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত বা দায়েরকৃত আপীলে কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ রদ রহিত বা সংশোধনের জন্য কোন দেওয়ানী আদালতে কোন মামলা বা কার্যক্রম চলিবে না।

ধারা ১৯। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতাঃ

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

ধারা ২০ । সরল বিশ্বাসে কৃত কার্যের রক্ষণঃ

এই আইন বা তদাধীন প্রণীত বিধি, প্রজ্ঞাপন বা আদেশের অধীন দায়িত্ব পালনকালে সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্যের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হইলে বা ক্ষতিগ্রস্থ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর নামে কোন মামলা দায়ের বা অভিযোগ বা কোনরূপ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

ধারা ২১ । রহিতকরণ ও হেফাজতঃ

(১) এই আইন কার্যকরী হইবার সাথে সাথে ভূমি উন্নয়ন কর অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সালের ৪২নং অধ্যাদেশ) এবং তৎপরবর্তী সকল সংশোধনী {ক.The Land Development ordinance, 1976 (Ordinance No,XLII of 1976); খ.The Land Development Tax (Amendment) Ordinance.1976 (Ordinance No.XCV of 1976); গ)The Land Development Tax (Amendment) Ordinance.1982 (Ordinance No.XV of 1982); ঘ.The Land Development Tax (Amendment) Ordinance.1983 (Ordinance No.XXIX of 1983); ঙ.The Land Development Tax (Amendment) Ordinance.1986 (Ordinance No.IV of 1986); চ.The Land Development Tax (Second Amendment) Ordinance, 1976 (Ordinance No,XXIX of 1986)} রহিত বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত রহিত অধ্যাদেশ বা তদাধীন প্রণীত বিধিবিধান, প্রজ্ঞাপন ও আদেশের অধীন কৃত বা সম্পাদিত কাজকর্ম, গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীনে কৃত, সম্পাদিত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত কৃত সম্পাদিত ও গৃহীত ব্যবস্থা যতটুকু এই আইনের সাথে সাংঘর্ষিক নহে ততটুকু কার্যকর থাকিবে।

তফসিল

(ধারা ৪ দ্রষ্টব্য)

অকৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন করের হার নির্ধারণের জন্য এলাকার শ্রেণিবিভাগ

ধাপ	আওতাধীন এলাকা
ধাপ-ক	ঢাকা মহানগরীর সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণের আওতাধীন এলাকাসমূহ, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনসহ ইহার পার্শ্ববর্তী পিরুজালী, ভাওয়ালগড় ও বিবাড়িয়া ইউনিয়ন এবং চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও সিলেট সিটিকর্পোরেশনভুক্ত এলাকা।
ধাপ-খ	রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, রংপুর ও কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনভুক্ত এলাকা। ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ উপজেলার শুভাড্যা, জিঞ্জিরা, আগানগর, কালিন্দি, তেঘরিয়া ও শাক্তা ইউনিয়ন, সাভার, আমিন বাজার ও আশুলিয়া সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণের আওতাধীন এলাকা এবং ধামরাই; চট্টগ্রাম জেলার সীতকুন্ড, হাটহাজারী ও রাংগুনিয়া পৌর এলাকা; কক্সবাজার জেলা সদরের পৌর এলাকা। নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার তারাবো পৌর এলাকা এবং সোনারগাঁও উপজেলার কাঁচপুর ইউনিয়ন ও মেঘনাঘাট এলাকা; নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লা রাজস্ব সার্কেলের আওতাধীন কুতুবপুর ইউনিয়ন, ফতুল্লা ইউনিয়ন (সিটি কর্পোরেশন বহির্ভূত সমগ্র ইউনিয়ন), এনায়েতনগর ইউনিয়ন (সিটি কর্পোরেশন বহির্ভূত সমগ্র ইউনিয়ন), কাশিপুর ইউনিয়ন (সিটি কর্পোরেশন বহির্ভূত সমগ্র ইউনিয়ন), গোগনগর ইউনিয়ন ভূমি অফিসের আওতাধীন সৈয়দপুর ও মসিনাবন্দ মৌজা। ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলার হবিরবাড়ি, জামিরদিয়া, ধানসুর, ভানডাব, কাঁঠালি ও মেহেরবাড়ি মৌজা। নোয়াখালী জেলার চৌমুহনি পৌরএলাকা। রাজউকের আওতাধীন পূর্বাচল আবাসিক এলাকা।
ধাপ-গ	ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, নোয়াখালী, পাবনা, বগুড়া, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, যশোর ও পটুয়াখালী জেলা সদরের পৌর এলাকা। গাজীপুর জেলার শ্রীপুর, কালিয়াকৈর ও কালিগঞ্জ পৌরএলাকা; খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলার আটরা দিলাতলা ইউনিয়ন ও দামোদর ইউনিয়নের মশিখালি মৌজা। নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার কাঞ্চন পৌরএলাকা, সোনারগাও উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়ন, বন্দর উপজেলা (সিটি কর্পোরেশন বহির্ভূত কলাগাছিয়া, বন্দর, মুছাপুর, ধামগড়, মদনপুর ইউনিয়নসমূহ), নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার বক্তাবলি ইউনিয়ন ও গোগনগর ইউনিয়ন ভূমি অফিসের আওতাধীন সিটি কর্পোরেশন বহির্ভূত আলীরটেক ও গোপচর মৌজা। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ (সোনারামপুর ও চরচারতলা মৌজা), কুমিল্লা জেলার লাকসাম পৌরএলাকা । ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা পৌরএলাকা এবং টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর পৌর এলাকা। নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর পৌরসভা। কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরববাজার পৌর এলাকা।
ধাপ-ঘ	অন্যান্য জেলা সদর পৌর এলাকা। অন্যান্য সকল প্রথম শ্রেণির পৌর এলাকা। নোয়াখালী জেলার সোনাইমুরি ও চাটখিল পৌরএলাকা এবং লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ পৌরএলাকা ও রায়পুর পৌরএলাকা। নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উজেলার সদর ইউনিয়ন। বগুড়া জেলার শান্তাহার পৌরএলাকা ও শেরপুর পৌরএলাকা। জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি পৌরএলাকা এবং পাবনা জেলার ঈশ্বরদী পৌরএলাকা। খুলনা জেলা দিঘলিয়া উপজেলার যোগীপুর ইউনিয়ন ও আড়ংঘাটা ইউনিয়ন, বটিয়াঘাটা উপজেলার জলমা ইউনিয়ন, ডুমুরিয়া উপজেলার গুটুদিয়া ইউনিয়ন; যশোর জেলার অভয়নগর পৌরসভা। দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর পৌরসভা। নোয়াখালী জেলার বশুরহাট পৌর এলাকা। চাঁদপুর জেলার হাজিগঞ্জ পৌরএলাকা।
ধাপ-ঙ	অন্যান্য সকল পৌর এলাকা।
ধাপ-চ	পৌর এলাকা ঘোষিত হয় নাই এমন এলাকা।